মানবাধিকার সংগ্রামী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী

বিপ্লব হালিম-এর

৭৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা এবং সম্মান প্রদান

(৫ম বর্ষ)

মুখবন্ধ

ভারতের এবার স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উদযাপন হচ্ছে। স্বাধীন ভারতে যে নবজাতকেরা চোখ মেলেছিল, সেই লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অন্যতম ছিলেন বিপ্লব হালিম। জন্ম ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।

সারাজীবন তিনি অগুনতি সাধারণ মানুষের মধ্যেই কাটিয়ে গেছেন, তাদেরই একজন হয়ে। সেটাই তাঁর বড় পরিচয়।

তবে সাধারণ মানুষের মনে তিনি এক বিশেষ সম্মানের আসন অর্জন করেছিলেন, কারণ আপামর জনতার কল্যাণের জন্য, তাদের মৌলিক মানবাধিকারের জন্য, সারা জীবন ছিল তাঁর অক্লান্ত ও আপোষহীন পথচলা। জীবনের বাঁকে যেমন বহু বিখ্যাত ও গুণী মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, তেমনি স্পর্শ করে গেছেন বহু নাম না জানা মানুষের হৃদয়কে। সদালাপী, হাস্যমুখ বিপ্লব হালিম, জীবনের শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছেন মানুষকে, গণ আন্দোলনের প্রভাবকে, বিশ্বাস করেছেন সংগঠনের গুরুত্বকে। দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে তাঁর স্বপ্ন ছিল জন-গণতন্ত্রের, যেখানে মানুষ সত্যিকার অর্থেই তার উন্নয়নের দিশা নিজেরাই নির্ধারণ করবে, সুশাসনে অংশ নেবে, রাজনীতিতে দায়বদ্ধতার জায়গাটাকে সুদৃঢ় করবে। এক কথায় সমস্ত সঙ্কীর্ণতার উপরে উঠে এমন এক সমাজের গঠন করবে; যার মূলে থাকবে সাম্য, মৈত্রী, একতা ও প্রগতি। এই লক্ষ্যেই সারাজীবন দলীয় রাজনীতির থেকে দূরে থেকেও তিনি নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের উদ্দেশ্যে নিরলস কাজ করে গেছেন।

প্রায়ই তিনি বলতেন, নাগরিক সমাজের ইতিহাস মানব সভ্যতায় সুপ্রাচীন। মানব সভ্যতার বিকাশে নাগরিক সমাজ যুগে যুগে নেতৃত্ব দিয়েছে। নাগরিক সমাজ মানে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী মানুষেরা নন, প্রতিটি নাগরিক, প্রতিটি দেশবাসীই সে দেশের নাগরিক সমাজ। বিপ্লব হালিম বিশ্বাস করতেন নাগরিক সমাজের

অগ্রনায়কদের নিরপেক্ষ ভূমিকা থাকা উচিত আর তাঁদেরও দায়বদ্ধ থাকা উচিত জনসাধারণের কাছে, কোন বিশেষ গোষ্ঠীর কাছে নয়। নিজে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজের এক পরিচিত মুখ; যিনি সত্যের পক্ষ, মেহনতি মানুষের পক্ষ নিতে কোনদিন দ্বিধা করেননি। আজ তাঁর ৭৫তম জন্মবার্ষিকীতে এবারের স্মারক বক্তৃতার বিষয় 'নিরপেক্ষতা ও নাগরিক সমাজ'। বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে বেশী প্রাসঙ্গিক এই আলোচনা। এই আলোচনার মধ্যে দিয়েই বিপ্লব হালিমের মত কর্মযোগী মানুষের স্মৃতির প্রতি আমাদের এবারের শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন। এরই সাথে অন্য বছরের মতন, এবছরেও বিশিষ্ট নাগরিক তথা সমাজেসেবীদের হাতে আমরা স্মারক সম্মান তুলে দিতে পেরে আনন্দিত। আর এ বছর স্মারক বক্তৃতার পরে সম্প্রীতি ভাবনার যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, আশা করি তা এ রাজ্যের সর্বস্তরে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেবে।

বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতার এবার পাঁচ বছর পূর্ণ হলো। এই অনুষ্ঠানে আগত সমস্ত মাননীয় অতিথিবৃন্দদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আর ধন্যবাদ জানাই আমার ও বিপ্লব হালিমের সেই সকল সহকর্মীদের, যাদের একনিষ্ঠ পরিশ্রম ও ভালোবাসায় বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা ও সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্ভব হয়েছে।

বিপ্লব হালিমের ৭৫তম জন্মবার্ষিকীতে অনুষ্ঠিত, এবারের স্মারক বক্তৃতা ও সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানের আমি সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(উজ্জয়িনী হালিম)
ইমসে

২০২২-র সম্মানিত সমাজসেবক

আকরামুল হক

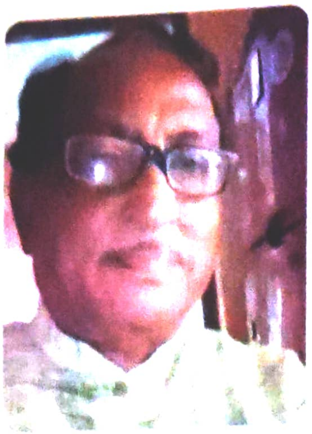

খিদিরপুরের এক অখ্যাত বস্তি একবালপুরে এক অতি নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্ম আকরামুল হকের। স্থানীয় কর্পোরেশন বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা। সেই খিদিরপুর থেকেই সমাজ সেবায় হাতে খড়ি। ১৯৭১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর থেকেই এলাকার উন্নয়নের জন্য সমবয়সী বন্ধুদের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বস্তিতে বস্তিতে তখন সমস্যার স্তূপ। নিরক্ষরতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। যক্ষা, কলেরার মত সংক্রামক রোগজীবাণু এবং তৎসহ অজ্ঞতা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াতো। এই দুরাবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং সুস্থ ভাবে বাঁচার তাগিদে স্থানীয় সংগঠনের মাধ্যমে তিনি টানা দশ বছর স্বেচ্ছায় কাজ করেছেন। এই কাজের সাথে সাথে লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন।

১৯৮০ থেকে ২০০৩ অবধি ক্যালকাটা আর্বান সার্ভসে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মহিলা সশক্তিকরণ প্রকল্প সামলেছেন দক্ষতার সঙ্গে। কলকাতা তথা পার্শ্ববর্তী জেলার গ্রামে গঞ্জে প্রায় ৫২টি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। ঐ সময় নন-ফরমাল শিক্ষা ক্ষেত্রে বলা যায় একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৯৬ সালে 'স্বরাজ' নামে একটি সামাজিক সংস্থা গড়ে তোলেন। সেখান থেকে তিনি বস্তিতে বস্তিতে স্বল্প লেখাপড়া জানা ও নিরক্ষর মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সচেতনতার জন্য প্রশিক্ষণ শুরু করেন।

তিনি শ্রীমায়াপুরের ইসকন, বাঁকুড়ার শময়িতা মঠ, Indian Institute of Training Development, World Vision এবং Lutheran World Service India-র Facilitator হিসাবে কাজ করেছেন। এখন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত।

১৯৭৭ সালে - Indian ...... Institute Bengal থেকে পড়েছেন Development and Community Organization under.....

১৯৮৫ - ১৯৯০ টানা ছ'বছর বস্তিবাসীদের জন্য বাংলা মাসিক ছয় পৃষ্ঠার ট্যাবলয়েড 'আজকের জনপথ' প্রকাশ ও সম্পাদনা করেছেন।

দুটি বই-এর লেখক - ছড়ায় ছন্দ এবং ডাক্তারী গাছ। Published by Mrs.

Mary Ann Dasgupta, Sharehouse Charitable Foundation.

- প্রধানমন্ত্রী জনধন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩০০০ পিছিয়ে পড়া মহিলাদের ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে সাহায্য করেছেন।
- ২০০৬-এ MPI ফিলিপিন্সে Peace Building-এর বিষয়ে একমাস ট্রেনিং নিয়েছেন।
- বর্তমানে তিনি উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে পাড়ায় পাড়ায় 'সম্প্রীতি' কর্মসূচীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের মধ্যে সচেতনতামূলক কাজ করছেন।

****

শ্রী অমিয় গোপাল মুখোপাধ্যায়

শ্রী অমিয় গোপাল মুখোপাধ্যায়ের জন্ম বীরভূম জেলার লাভপুর ব্লকের মোনাচিতুরা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। ছোট থেকেই ছিল বেঁচে থাকার লড়াই। পরিবারের উৎসাহে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক ডিগ্রী নিয়ে পড়াশুনা শেষ করেন। বর্গা আন্দোলনের সময় তাঁর পরিবার আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তিনি কোনদিন নিরুৎসাহিত হন নি বরং প্রান্তিক কৃষকদের অধিকারের লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন।

ছাত্রাবস্থার পরে যখন তিনি নানাবিধ সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত তখন বিশিষ্ট একজন অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই অধ্যাপক আর কেউ নন তিনি হলেন শ্রী বিপ্লব হালিম। ১৯৮৩ সালে অমিয় গোপাল মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপ্লব হালিমের অনুপ্রেরণায় ইমসেতে যোগদান করেন। ইমসেতে যোগদান করে ইমসের কর্মী হিসেবে তিনি নানা রকম জনসেবামূলক কাজকর্মে নিযুক্ত হয়ে আজ অবধি নিরলস ভাবে সমাজসেবা করে চলেছেন। ইমসে সংগঠনে এবং তাঁর এলাকায় তিনি সমাজকর্মী হিসাবে একজন পরিচিত মুখ।

নিজের আর্থিক সঙ্কট, পিতৃ-মাতৃহীন নানান পারিবারিক সমস্যা সত্ত্বেও প্রায় ৪০ বছর ধরে তিনি নানান সামাজিক কাজকর্মে তাঁর নিজের অবদান রেখেছেন। শিক্ষিত, মার্জিত, মৃদুভাষী এই মানুষটি চিরকালই প্রচারের আলো থেকে দূরে থেকেছেন। তাঁর কাছে শ্রী বিপ্লব হালিম ছিলেন পিতৃতুল্য। বিপ্লব হালিমের আদর্শেই তাঁর পথ চলা।

তাঁর কাজের প্রতি নিষ্ঠা, সংগঠনের প্রতি আনুগত্য এবং তাঁর সারা জীবনের সমাজসেবামূলক কাজকে আমরা সম্মান জানাই।

****

২০২২-র সম্মানিত সমাজসেবক

শ্রী চন্দন পাল

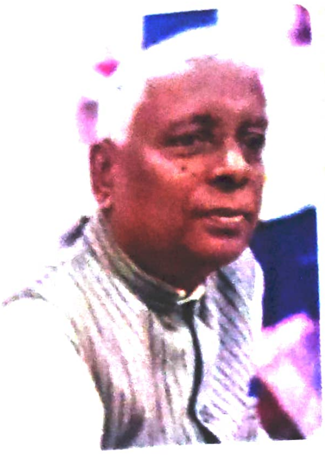

শ্রী চন্দন পাল মহাশয় একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী, যিনি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে আদর্শায়িত হয়ে গত পাঁচ দশকের অধিক সময় ধরে গ্রামোন্নয়ন এবং সার্বিক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। অত্যন্ত কম বয়সেই তিনি আচার্য বিনোবা ভাবের নেতৃত্বে সংগঠিত ভূদান এবং গ্রামদান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সম্পূর্ণক্রান্তি আন্দোলনেও যুক্ত হন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন নক্সাল আন্দোলন বড় আকার ধারণ করেছে, সেই সময় তিনি কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে ধারাবাহিক ভাবে শান্তি মিছিল আয়োজন করেছিলেন। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ কালীন পরিস্থিতিতে তিনি সল্টলেক উদ্বাস্তু শিবিরে সক্রিয় ভাবে সেবা কাজে যোগদান করেন। এর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন সর্বদা।

২০১২ সালে আসাম এবং তার নিকটবর্তী অন্যান্য জেলাগুলিতে রাজনৈতিক ও জাতিগত হিংসার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলে তিনি সেসময় শান্তি সম্প্রীতিমূলক বার্তা ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। পাঁচ বছর সেখানে থেকে শান্তি কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। ২০১৬ সালে তিনি আসাম থেকে জম্মু ও কাশ্মীর অবধি শান্তি সদ্ভাবনা সাইকেল যাত্রায় নেতৃত্ব দান করেন। বর্তমানে তিনি সর্বসেবা সংঘ (সর্ব ভারতীয় সর্বোদয় মন্ডল)-এর সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী পিস্ ফাউন্ডেশনের পরিচালক হিসেবে কর্মরত। এর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও রাজ্যস্তরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে যুক্ত রয়েছেন।

****

২০২২-র সম্মানিত সমাজসেবক

এম. এ. ওহাব

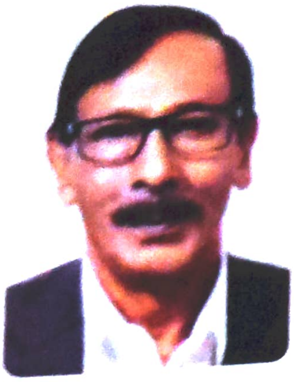

এম. এ. ওহাব সাহেব। SHIS অর্গানাইজেশন-এর ফাউন্ডার ডাইরেক্টর। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাপন বাঁচা মরা সুখ অসুখের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন। বাংলা যখন খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তখন সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষগুলোর চরম দুর্দশার কথা সেই সময় তিনি শুধু ভেবেছিলেন তা নয়, তাদের জন্য কাজ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর কর্মযজ্ঞের খবর। ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, সাউথ কোরিয়া বিভিন্ন দেশের ডাক্তার এবং রিসার্চ টিম SHIS হেড কোয়ার্টার-এ ঘাঁটি গাড়ে এবং সুন্দরবনের দুর্গম এলাকাগুলোতে গিয়ে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করে। সুন্দরবনের প্রান্তীয় মানুষ SHIS স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়ে আসছেন সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে।

পরবর্তীতে, নব্বই-এর শুরুর দিক থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকার যৌথ উদ্যোগ নিয়ে বহুমুখী সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্প কার্যকর ও বাস্তবায়িত হয়ে আসছে SHIS-এর সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নজরদারিতে।

সুন্দরবন ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের আর্ত ও দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় এগিয়ে গেছেন এবং অবিচল থেকেছেন নিজ লক্ষ্যে। এম. এ. ওহাব সাহেবের নেতৃত্বে SHIS কর্তৃক কর্মযজ্ঞের ব্যাপ্তি ও প্রসারতা এতো দূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে SHIS, সেবা এবং সুন্দরবন এই তিন এক হয়ে গেছে শুধু আঞ্চলিক স্তরেই নয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও। জয় করে নিয়েছেন আপামর মানুষের ভালবাসা ও আশীর্বাদ।

পিছিয়ে পড়া অবহেলিত সমাজের জন্য নিরন্তর নিরলস কর্মসাধনা আমাদের সকলের আজকের পথ চলা এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার সাহস জোগায়।

****

২০২২-র সম্মানিত সমাজসেবিকা

রহিমা খাতুন

হাওড়া জেলার বাউড়িয়ার খাসখামার গ্রামের নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের পরিচালক রহিমা খাতুন মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নে নিবেদিত রেখেছেন নিজেকে। তাঁর এই বিস্তীর্ণ কর্মকান্ডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় আজ থেকে ৭০ বছর আগে তাঁর বাবার হাত ধরেই। পিতার যোগ্য উত্তরসূরী হয়ে তিনি আজ সমগ্র হাওড়া জেলার জনপ্রিয় একটি মুখ। ১৯৯৫ সালে এই নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। একই বছর ‘‘তাজমহল গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে’’র হয়ে চীনের বেজিংয়ে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। এর পরবর্তীতে নানা ধরণের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে জড়িয়ে পড়েন। যার মুখ্যত হল মেয়েদের স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে নানা ভোকেশনাল ট্রেনিং ও প্রথাগত শিক্ষাদান। একজন মহিলা সমাজকর্মী হিসেবে বারংবার বিভিন্ন প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে। শুধু রাজ্য সরকারি কর্মসূচীতেই নয়, ভারত সরকারের হয়েও বেশ কিছু কাজ করেন। যেমন স্মল ফ্যামিলি নর্মস, প্রজনন ও শিশুস্বাস্থ্য ইত্যাদি। ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে তাঁর এই কর্মকান্ড। সুইডেনের একটি প্রজেক্ট রূপায়ণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তাঁর সংগঠন। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা মানুষ কীভাবে পাবে, এ বিষয়ে যথাযথ গাইড লাইন দেন তাঁর সংগঠন। এইসব বহুমুখী কাজের সূত্র ধরে রহিমা খাতুন এবং তাঁর সংগঠন বিভিন্ন কমিটির সদস্য হন। তাঁর এই বৃহৎ কর্মজীবনে পেয়েছেন বহু স্বীকৃতি। তৃণমূলস্তরে মেয়েদের নিয়ে কাজ করার জন্য রাজ্য সরকারের নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তর থেকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত হন। পেয়েছেন আরো ছোট-বড় স্বীকৃতি। অংশ নিয়েছেন দেশ-বিদেশের সেমিনার এবং কনফারেন্সে। পাড়ি দিয়েছেন সুদূর চীন, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সুইডেন এবং মার্কিন মুলুকে। সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে আজ তিনি নিরলস ভাবে মানুষের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পেরেছেন যা যথেষ্ট অনুপ্রেরণাদায়ী।

****

২০২২-র সম্মানিত সমাজসেবক

শ্রী শ্যামল গণ

সমাজের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক মানুষের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষার আন্দোলনে নানা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অদম্য লড়াই করে যাচ্ছে। এই আন্দোলনে শ্যামল গণের নাম একটি উজ্জ্বল সাক্ষর বহন করছে।

ছাত্রাবস্থা থেকেই ৬৬'র খাদ্য আন্দোলনে জড়িয়ে থেকে শুরু; কখনো ছাত্রদের আন্দোলনে, কখনো বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে মানুষের জন্য নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়া বা রাজপথে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিলে পা মিলিয়ে মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখার কাজের মধ্যেই নিবদ্ধ থেকেছেন। দেশ মানে তিনি বুঝেছেন শুধু 'ধুলো, মাটি, কাঁকরের কণা' নয়, দেশ মানে লক্ষ কোটি শোষিত প্রান্তিক মানুষজনের ন্যূনতম বাঁচার অধিকার ও মানবিক অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠা করা।

আন্দোলন লড়াইয়ের পাশাপাশি এই সমস্ত মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের কাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কীভাবে যুক্ত করা যায়, এ বিষয়ে তাঁর নিরলস কর্মধারা ছড়িয়ে আছে। সম্প্রতি তিনি লোক কল্যাণ পরিষদের প্রকল্প নির্দেশক। মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনায় পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়া জেলার প্রায় ৬০ হাজার মহিলা কিষাণ পরিবারে, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুস্থায়ী চাষ ব্যবস্থার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এবং সারা দেশের কাছে ভূমিহীন প্রান্তিক মানুষের জন্য জীবিকা উন্নয়নের একটি মডেল স্থাপন করে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছেন।

আত্মপ্রচার-বিমুখ এই মানুষটি সারা জীবনে অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: পান্নালাল দাশগুপ্ত, জয়প্রকাশ নারায়ণ, শিবনাথ ব্যানার্জী, বিপ্লব হালিম, দিলীপ চক্রবর্তী, অসীম দাস প্রমুখ। যে সমস্ত সংস্থায় তিনি শীর্ষ নেতৃত্বে আছেন সেই সংস্থাগুলি হল - ফোরাম অফ সায়েন্টিস্টস ইঞ্জিনিয়ারস এণ্ড টেকনোলজিষ্টস (ফসেট), ফোরাম অফ ভলান্টারি অর্গানাইজেশনস - পঃ বঙ্গ, জারভানি ফাউন্ডেশন, স্টুডেন্টস হেলথ হোম, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি প্রভৃতি।

তাঁর সামগ্রিক কর্মজীবন সমাজসেবীদের কাছে অনুপ্রেরণাদায়ী।

****

BIPLAB HALIM MEMORIAL LECTURE AND FELICITATION 2021

Commemorating

74th Birth Anniversary

of

Eminent Human Rights Activist & Social Worker

BIPLAB HALIM

PREFACE

This year Biplab Halim Memorial Committee & IMSE is commemorating the 74th Birth Anniversary of eminent human rights activist and social worker Biplab Halim.

Biplab Halim used to believe in people's democracy, where people will have the power to define and determine their development trajectory. He focused on strengthening grassroots democratic institutions like PRI and stressed on effective participation of people in that process. Meaningful participation in any process starts with access to information. Right to have information is guaranteed by our constitution and later on due to the longstanding demands of people, the Right to Information Act came into force finally in 2005.

Biplab Halim was a prominent advocate for RTI and coordinator of the RTI network in West Bengal for a long period of time. Through his work, he empowered people with the knowledge of Right to Information Act and helped them in using the same to access information, that advance various movements for strengthening rights and democracy.

Today in India, dialogue on strengthening democracy and human rights is more important than ever before. Our rapidly changing socio-political scenario is creating new challenges before human rights defenders, which is weakening our democracy. This is high time we refer to basic values & principles of equity and equality as enshrined in our constitution and defend all good legislations which uphold those values. Therefore it is appropriate to discuss

more about how RTI could be used as a tool to increase transparency in governance and in advancing social movements. In this backdrop, we are glad to organise Biplab Halim Memorial Lecture 2021 and the topic is ROLE OF RIGHT TO INFORMATION IN STRENGTHENING HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY.

We are thankful to Shri Nikhil Dey, eminent Human Rights Activist for kindly accepting our invitation to deliver the key note address.

We extend our special thanks to Shri Chittotosh Mukherjee, former Chief Justice of Mumbai & Kolkata High Court, for remembering his association with Biplab Halim, in the context of their work on electoral reform and good governance.

This year we are humbled to felicitate Prof Manabendra Nath Mondal, eminent Human Rights Advocate, Shri Snehasis Sur eminent Media Person, Ms. Pankti Yog, well known RTI Activist, Ms. Umashashi Maity, social worker and Shri Mahananda Halder, social worker who are well known for their dedicated work to strengthen democracy and to support people's movements for securing the human rights.

I take this opportunity to express my gratitude to all who have extended their support to us for organising this Memorial lecture, amidst pandemic.

I hope this lecture will motivate many social workers to come forward and use RTI as a tool to hold the state accountable. I further hope life of Biplab Halim, will keep inspiring many social activists, in their pursuit of seeking justice, equality, equity and to reinforce principles of human rights and democracy.

Ujjaini Halim
IMSE

Shri Manabendra Nath Mondal

Shri Manabendra Nath Mondal, advocate at the Supreme Court of India has been working relentlessly and selflessly for many decades in the field of Human Rights. He is associated with Department Of Human Rights, University of Calcutta as a guest lecturer. He has inspired many youths to engage and contribute in the field of social development and has encouraged them to instill in themselves the values of selfless voluntarism. He is the Executive Director at Socio Legal Aid Research & Training Centre, Vice-Chairman at West Bengal Gandhi Peace Foundation, National Coordinator of Action Against Trafficking & Sexual Exploitation of Children, India (ATSEC India), Chairperson of ATSEC South Asia and Joint Secretary at Gandhi Memorial Committee, West Bengal. He is the life member at SAARC Law, Asiatic Society and Indian Law Institute. He has always been active in advocating for the citizen's rights and has received National Citizens Award from the hands of Mother Teressa. He was selected by a committee under the Chairmanship of Justice P N Bhagwati, Chief Justice, Supreme Court of India. He has also received Raj Kumari Amtri Kaur Gold Medal for Humanitarian services awarded by the Hon'ble President of India. Shri Manabendra Nath Mondal has organised protests in front of several consulates in Kolkata on behalf of Gandhi Peace Foundation not to support Pakistan. The team to hand over the memorandum included Maitreyee Devi, Prof. Gouri Ayub, Man Kumar Sen, Rabindra Mukhopadhyay, himself and others. He is known for his remarkable contribution to the society through his philanthropic activities. He has worked for rehabilitation of Andhra People

Cyclone and tidal wave victim where nearly 30 thousand people died on Behalf of Indian Red Cross Society. He has helped ONEGA operation team (Members were from U.K., America) and others to cross the Bangladesh Border at Bongaon. This was the first Foreigners team to enter Bangladesh to collect news. During his long association in the field he has become respectable member to many renowned organizations like National Action & Coordination Group, End Violence Against Children, India (SAIEVAC, SAARC), National Council Tarun Shanti Sena under the leadership of Narayan Desai / Jayprakash Narayan, Niwano Peace Foundation (Japan), Asia Committee, Friends of Bangladesh, South Asia Committee, Founded by Sri Jayprakash Narayan formed during Bangladesh freedom movement, Cyprus Resettlement Project supported by United Nations Secretary General for Peace Building in Cyprus and developing Communal Harmony in Cyprus representing Tarun Shanti Sena where he was welcomed by the Hon'ble President of Cyprus Arch Bishop Makarios. His lifelong struggle towards fighting for the rights of the deprived is worthy of appreciation.

****

Shri Snehasis Sur

Shri Snehasis Sur is a Sr. Journalist working in Doordarshan News at Kolkata. He is a Media Educator and associated with various Universities and National level Media Institutions. He is an empanelled Media Trainer with Asia Pacific Broadcasting Union (ABU), Kualalampur and conducted training programmes in different countries.

He had covered several important assignments in different parts of the country and accompanied many Prime Ministers in their foreign visits. He has authored several books and lectured in many international conferences. He was part of different journalists' delegations to travel abroad. He has received several awards for journalistic excellence. He is the President of Press Club, Kolkata. He is known for his valuable contribution in strengthening fourth pillar of democracy and for his selfless contribution and commitments towards citizen's rights.

****

Ms. Pankti Yog

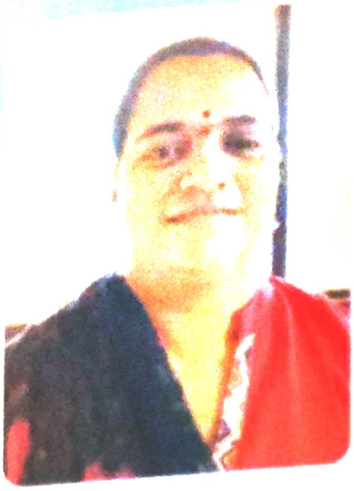

Ms. Pankti Yog is the Executive Secretary at Mahiti Adhikar Gujarat Pahel (MAGP). She is originally from Goa and did her Masters in Physics and post master Research in Physical Oceanography. She started working with National Institute of Oceanography, Goa. But on the other hand she wanted to join social development work since college days. Career and passion were different and thus she was in a dilemma. After the massive Earthquake of 2001, in Kutch, she left her Job and got associated with an org.JANPATH, a state level network of voluntary org in Gujarat. She handled the programme called Social Rehabilitation of Children and got introduced to Right Based Work in a real sense. Ms. Pankti is known for her rich contribution in advancing Right to Information for empowering poor . Huge corruption and unaccountability of the state of Gujarat in Earthquake and later during 2002 Riots got all like minded people to come together to form Mahiti Adhikar Gujarat Pahel to demand RTI in Gujarat in 2002-2003.

Meanwhile NCPRI had already emerged and she joined NCPRI to demand for a central Act. She actively participated in conventions and consultations for the Act. Once the Act was in place, they decided to facilitate it's implementation so that common citizens, marginal communities can use it to get info and accountability. Her core activities include the introduction of and RTI helpline 9924085000 which since 12th may 2006 responds 50 to 60 calls per day and has answered queries from Gujarat, Maharashtra, HP, MP, Rajasthan, WB, Punjab, UP, Haryana, JK. Next is RTI on Wheels which is a Multimedia vehicle that acts like RTI ambulance and

creates awareness, info dissemination about proactive disclosures, and also helping citizen to draft RTI. RTI on wheels have conducted campaigns in Rajasthan, HP, Goa, Maharashtra, JK etc. in collaboration with local RTI activists or org. It has been listed as one of the "Best Practices" by GoI book on RTI published in 2015.Third is the Saturday Legal Clinic which is a Weekly guidance clinic that offers one to one guidance for citizens on "How to draft RTI application" or first appeal. So far it has handled over 10,000 cases. Both RTI helpline and Legal Clinics are used by PIO to seek guidance on RTI. MAGP conducts training programme on RTI to citizens, especially to marginalized communities. So far it has taken over 1500 training sessions. MAGP has developed useful material on RTI like user manuals, Formats for Proactive disclosures at village level, compilation of RTI related GRs, compilation of Success stories on RTI etc. MAGP has a blog which is also very popular and has over 23230 - posts and over 8 lakh visitors - **www.mahitiadhikar.blogspot.com** This blogs collates all RTI news across india, Pakistan, Nepal, Bangladesh (which are published in newspaper) every day and publishes it. It also has a search option, so that any person can get subject wise RTI stories on one platform. Through its wide and deep experience on applying RTI for grass root issues, it has developed some techniques like "Mass RTI application" where in large number of citizens file RTI application one particular issue, which gets system's attention, larger society also becomes aware, mobilization for that issue becomes easier, and gaps, misappropriation/ corruption around the issue gets highlighted. Many Ready to use RTI applications, which helps citizens to draft sharp, to the point RTI application on ration, pension, Panchayati Raj, Food Security, land matters etc. which are used widely. Ms. Pankti thereby encourages and inspires many in demanding the information they wish to know and thereby aids in the building of a transparent democracy and holding the government accountable.

****

Smt. Umashashi Maity

Smt. Umashashi Maity was born in a middle class family of five sisters and one younger brother. It was hard to make both ends meet. She lost her father at a young age and her studies stopped at 10th standard only as their financial conditions started to deteriorate. She got married at 1973 and gave birth to her first son in 1976 after the death of the child in 1979 she became mentally unstable. It was the turning point of her life. In 1983 she underwent for a house mother training at "Sarada Ramkrishna Sishu 'o' Mahila Sevashram" without any stipend. There she got help & assistance from Shri Jagadish Mondal, Br. Tararani Chakraborty, Br. Bina Das & Rina Das and others. At the time of staying in Ashram she was introduced to Mr. S. K. Chakraborty (Kakababu), RDC Sri Pannalal Dasgupta (Kakababu) & TSRD Sri Biplab Halim of IMSE. These great social activists, reformer and fighter against social evils gave their advice and blessings. There she was trained in Hobby Loom, Hand Loom, Fruit Preservation etc.

In the meantime her husband Mr. Nikhil Ranjan Maity started engaging in social work with various organization and on 5th may 1988 He joined IMSE. Mr. Maity also took Smt. Umashashi Maity to IMSE and was appointed by IMSE. Days went by and Smt. Umashshi Maity took more responsibility of the organization and got appointed as the superintendent of IMSE PITRIALAY Short Stay Home at Malancha in Singhi of Purba Burdwan district. Women of age group 15 to 35 were sent to the short stay home. Smt. Umashashi Maity with had the skills and looked after them. She is working till today for those helpless women. The PITRIALAY Short Stay Home

also has a handloom unit for producing Katha Stich sarees which was run by the inmates under her supervision. Some of the women also joined in Nursing training, some women were rehabilitated by marriage and some of them went back to their parents or husbands. She tried her best to help in these processes with the help of others staffs from local and Kolkata office. She is a mother figure to the inmates and they lovingly call her "Bardi". She is a woman of strong will power and practices the ethos of selfless voluntarism very seriously. She is a duty full administrator for organizational works and her uncompromised attitude against all evils are remarkable. As per her own version she availed these qualities from the heads of the organizations mostly from Late Biplab Halim, Ex-executive Director of IMSE and Lily Halim, Chairperson of IMSE. She considers IMSE as an extension of her own family. We respect her loyalty and dedication towards her work, the organization and service to mankind. These qualities will encourage voluntary work force.

****

Mr. Mahanada Halder

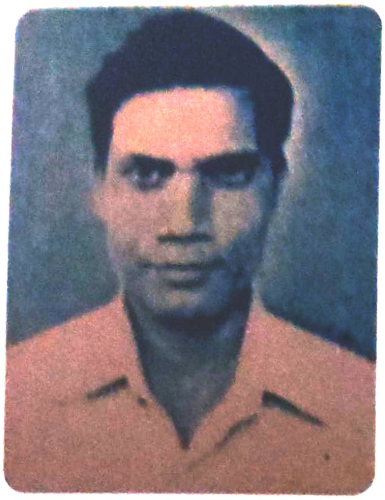

Mr. Mahanada Halder has been working for 28 years to help people understand the difference between manifestation and development. He believes that the concept of development is mostly related to the physical world. When people talk about development, they only mean the development of the roads, hospitals, houses, economical status etc. Because in now days, the only meaning of the development is nothing but the infrastructural development. People never talk about their own life. Throughout his life journey, he has realized that the parameter of a good life or the human perspective for living a better life has been changed in these days. This realization drives him to reach out those people who are deviating from the ideal path of the life just to achieve some physical comfort. Without considering the age, gender, caste or religion, he started motivating people in various ways. But as much as he started involving himself in the various communities, he found that all the people are talking about the right that means that the people are quite aware of this concept but what people are not trying to adopt is the concept of "responsibility". Because if people only fight for their rights and do not consider their individual responsibilities, the society will become imbalanced in the near future. Being a social worker Mr. Mahananda Halder has dedicated his life to build a society where people will realize the true values of life and are responsible enough to help others to achieve the same.

****